www.BDeBooks.Com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

www.BDeBooks.Com

উপন্যাস
যখন নামিবে আধাঁর
হুমায়ূন আহমেদ

গত তিন রাতেই ঘটনাটা ঘটেছে। অতি তুচ্ছ ব্যাপার। একে 'ঘটনা' বলে গুরুত্বপূর্ণ করা ঠিক না। তারপরেও মিসির আলি তাঁর নোটবুকে লিখলেন—

'বিগত তিন রজনীতেই একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। রাত্রি তিনটা দশ মিনিটে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না।'

মিসির আলির নোট বইটা চামড়ায় বাঁধানো। দেখে মনে হবে প্রাচীন কোনো বই। বইয়ের মলাটে সোনালি রঙে নাম লেখা—

ব্যক্তিগত কথামালা
ড. মিসির আলি
পিএইচডি

নোট বইটা তিনি কারও সামনে বের করেন না। বের না করার অনেকগুলো কারণের একটি হলো তাঁর কোনো পিএইচডি ডিগ্রি নেই। সাইকোলজিতে নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমএস ডিগ্রি পেয়েছিলেন। নামের আগে ড. কখনো লিখতে পারেননি। যদিও বিদেশ থেকে প্রচুর চিঠিপত্র পান যেখানে তারা ভুল করে ড. মিসির আলি লেখে।

শুদ্ধ দ্রুত প্রবাহিত হয় না। ভুল হয়। নিজের দেশেও অনেকেই মনে করে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি আছে। বিশেষ করে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা।

চামড়ায় বাঁধানো এই নোট বইটা তাঁর এক ছাত্রী দিয়েছিল। ছাত্রীটির নাম রেবেকা। নোট বইটার সঙ্গে রেবেকার একটা দীর্ঘ চিঠিও ছিল। যে চিঠি পড়লে যে-কোনো মানুষের ধারণা হবে রেবেকা নামের তরুণী তার বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। চিঠির একটি লাইন ছিল এ রকম—'স্যার, যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি আপনার পাশে থাকতে চাই। কে কী মনে করবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

চিঠি পড়ে মিসির আলি তেমন শঙ্কিত বোধ করেননি। তিনি জানেন তরুণী মেয়েদের হঠাত্ আসা আবেগ হঠাত্ই চলে যায়। আবেগকে বাতাস না দিলেই হলো। আবেগ বায়বীয় ব্যাপার, বাতাস পেলেই তা বাড়ে। অন্য কিছুতে বাড়ে না।

রেবেকা থার্ড ইয়ারে উঠেই ইউনিভার্সিটিতে আসা বন্ধ করল। মিসির আলি স্বস্তি বোধ করলেন। মেয়েদের হঠাত্ ইউনিভার্সিটিতে আসা বন্ধ করা স্বাভাবিক ঘটনা। বিয়ে হয়ে গেছে, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে কিংবা বিদেশে চলে গেছে। আজকাল ছাত্রীরাও বিদেশ যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই রেবেকার ব্যাপারটা তিনি জানতে পারতেন। তার বান্ধবীদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যেত। মিসির আলির ইচ্ছা করেনি।

মেয়েটা ভালো থাকলেই হলো। যদি কখনো দেখা হয় তাকে বলবেন—তুমি যে নোটবইটা আমাকে

www.BDeBooks.Com

দিয়েছ, সেটা আমি যত্ন করে রেখেছি। মাঝে মধ্যে সেখানে অনেক ব্যক্তিগত কথা লিখি।
সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তিগত কথা মিসির আলির তেমন নেই। তিন বছর হলো ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। দুই কামরার একটা ঘর এবং অর্ধেকটা বারান্দা নিয়ে তিনি থাকেন। জুসু নামের বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে আছে। বাজার, রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার সব সে করে। সন্ধ্যার পর তিনি তাকে পড়াতে বসেন। এই সময়টা মিসির আলির খুব নিরানন্দে কাটে। এক বছর হয়ে গেল তিনি জুসুকে পড়াচ্ছেন। এই এক বছরেও সে বর্ণমালা শিখতে পারেনি। অথচ অতি বুদ্ধিমান ছেলে। গত সোমবার তাঁর এমন মেজাজ খারাপ হলো—একবার ইচ্ছে করল জুসুর গালে থাপ্পর লাগাবেন। সে 'ক' 'খ' পর্যন্ত ঠিকমতোই পড়ল। 'গ'-তে এসে শুকনা মুখ করে বলল, এইটা কী ইয়াদ নাই।
মাঝে মাঝে মিসির আলির মনে হয় জুসুর সবই 'ইয়াদ' আছে। সে ভান করে ইয়াদ নাই। জুসুর সবকিছুই 'ইয়াদ' থাকে—শুধু অক্ষর ইয়াদ থাকে না তা কী করে হয়? মিসির আলি নিশ্চিত ছেলেটি অতি বুদ্ধিমান। প্রায়ই তার সঙ্গে তিনি সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সে আলোচনায় অংশগ্রহণও করে। হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকে না।
তাঁর যে প্রতিরাতেই তিনটা দশ মিনিটেই ঘুম ভাঙে—এটা নিয়েও তিনি জুসুর সঙ্গে কথা বলেছেন। জুসু গম্ভীর হয়ে বলেছে, চিন্তার বিষয়। তিনি বলেছেন, চিন্তার কোনো বিষয় না। আমার মতো বয়েসি মানুষের মাঝরাত থেকে ঘুম না হওয়ারই কথা।
জুসু তার উত্তরে বলেছে, কিন্তুক স্যার, প্রত্যেক রাইতে তিনটার সময় ঘুম ভাঙে এই ঘটনা কী? এইটা চিন্তার বিষয় কি-না আপনে বলেন। দেখি আপনার বিবেচনা।
মিসির আলি তেমন কোনো 'বিবেচনা' এখনো দেখাতে পারেননি। তবে তিনি চিন্তা করছেন।
জুসু তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলেছে, আপনে চিন্তা করেন আমিও চিন্তা করব। দেখি দুইজনে মিল-মিশ কইরা কিছু বাইর করতে পারি কি-না।
জুসুকে অত্যন্ত পছন্দ করেন মিসির আলি। এতে অবশ্য প্রমাণিত হয় না যে জুসু চমৎকার একটি ছেলে। সমস্যাটা মিসির আলির। যে-ই মিসির আলির সঙ্গে কাজ করতে এসেছে তাকেই তিনি পছন্দ করেছেন। এদের অনেকেই টাকা-পয়সা নিয়ে ভেগে গেছে। জুসুর ক্ষেত্রেও হয়তো এ রকম কিছু ঘটবে। তবে না ঘটা পর্যন্ত মিসির আলির ভালোবাসা কমবে না। সন্ধ্যার পর রোজ তিনি তাকে পড়াতে বসবেন। রাতে একসঙ্গে খেতে বসে অনেক জটিল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। ঘুমানোর সময়ও কিছু গল্পগুজব হবে। দু জন একই ঘরে ঘুমায়। মিসির আলির বড় খাটের পাশেই জুসুর চৌকি। রাতে জুসু একা ঘুমুতে পারে না বলেই এই ব্যবস্থা।
মিসির আলির ঘুমুতে যাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। জুসুর আবার এই বিষয়ে ঘড়ি ধরা স্বভাব। রাতের খাবারের পর থেকে সে হাই তুলতে থাকে। হাই তুলতে তুলতে বাড়িওয়ালার বাড়িতে (দোতালায়) টিভি দেখতে যায়। রাত ন টার দিকে ফিরে এসে চা বানায়। আগে এক কাপ বানাত এখন বানায় দু কাপ। মিসির আলি যেমন বিছানায় পা ছড়িয়ে খাটের মাথায় হেলান দিয়ে চা খান, সেও তাই করে। চা শেষ করে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুম।
আজও তাই হচ্ছে। দু জনই গম্ভীর ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলি দিনের শেষ সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর হাতে পপুলার সায়েন্সের একটা বই। বইটার নাম—The other side of black hole. লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন ব্ল্যাক হোলের ওপাশের জগৎটা পুরোটাই এন্টিমেটারে তৈরি। সেখানকার জগত্ এন্টিমেটারের জগত্। এই জগতে যা যা আছে এন্টিমেটারের জগতেও তা-ই আছে। সেই জগতে এই মুহূর্তে একজন মিসির আলি চা খেতে The other side of black hole বইটা পড়ছে।
মিসির আলি বই নামিয়ে হঠাত্ করেই জুসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, জুসু তুই একটু বাড়িওয়ালার

www.BDeBooks.Com

বাসায় যেতে পারবি?
জুসু বলল, কী প্রয়োজন বলেন?
মিসির আলি বললেন, খোঁজ নিয়ে আয় এই বাড়ির কেউ অসুস্থ কি-না। আমার ধারণা বাড়ির কেউ অসুস্থ, তাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে। এন্টিবায়োটিকের একটা ডোজ পড়ে রাত তিনটায়। তখন ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া থাকে। রাত তিনটায় এলার্ম বাজে তখন সেই শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। আমার ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়। দশ মিনিট বাড়তি লাগে।
জুসু বলল, বাড়িওয়ালার নাতনির নিউমোনিয়া হয়েছে। আমি জানি।
মিসির আলি বললেন, তারপরেও যা। জেনে আয় রাত তিনটায় এলার্ম বাজে কি-না।
জুসু বলল, বাদ দেন তো স্যার। বাজে প্যাচাল।
মিসির আলি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে যা বাদ দিলাম।
জুসু ঘুমুতে গেল। মিসির আলি রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে বসে রইলেন। এলার্ম বাজল তিনটা দশ মিনিটে। মিসির আলির ভুরু কুঁচকে গেল। বাড়িওয়ালার ঘড়ি ফাস্ট নাকি তাঁরটা স্লো এটা নিয়ে ভাবতে বসলেন।
মিসির আলির বাড়িওয়ালার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক। তিনি পেশায় একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। এই বাড়িতেই (একতলায় দক্ষিণ দিকে) তাঁর রোগী দেখার চেম্বার। পুরুষ এবং মহিলা রোগীদের বসার ব্যবস্থা আলাদা। সিরিয়াস রোগী যাদের সার্বক্ষণিকভাবে দেখাশোনা করা দরকার তাদের জন্য একটা ঘরে দুইটা বিছানা পাতা আছে। একজন আয়া আছে। এই ঘরের পাশেই হোমিও ফার্মেসি। রোগীদের এই ফার্মেসি থেকেই ওষুধ কিনতে হয়। বাইরে সব ওষুধই দু নম্বরী। আজিজুর রহমান মল্লিক সব ওষুধ সরাসরি হোমিওপ্যাথের জনক হানিম্যান সাহেবের দেশ জার্মানি থেকে আনান। বাড়ির সামনে ১০ ফুট বাই চার ফুটের বিশাল সাইনবোর্ড। সেখানে লাল, সবুজ এবং কালো রঙের লেখা—
সুরমা হোমিও হাসপাতাল
ডা. এ মল্লিক
এমডি
গোল্ড মেডাল (ডাবল)
মিসির আলি আজিজ মল্লিক সাহেবের বাড়ির একতলায় উত্তর পাশে গত এক বছর ধরে আছেন। গত এক বছরে তিনি রোগীর কোনো ভিড় লক্ষ করেননি। তাঁর ধারণা মানুষজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর এখন আর তেমন ভরসা করছে না।
রোগী না থাকলেও মল্লিক সাহেবের আর্থিক অবস্থা ভালো। তাঁর ছয়টা সিএনজি বেবিট্যাক্সি আছে, চারটা রিকশা আছে। সম্প্রতি একটা ট্রাক কিনেছেন। আগারগাঁও বাজারে কাচ্চি বিরিয়ানির দোকান আছে। দোকানের নাম এ মল্লিক কাচ্চি হাউস। কাচ্চি হাউসের বিরিয়ানির নামডাক আছে। সন্ধ্যাবেলা দুই হাঁড়ি কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না হয়। রাত আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।
মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে। দু জনেরই বিয়ে হয়েছে। তারা বউ-বাচ্চা নিয়ে বাবার সঙ্গে থাকে। দু জনের কেউ কিছু করে না। তাদের প্রধান কাজ বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা। বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া। দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা। তারা যখন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে একসঙ্গে করে। চায়ের দোকানে সবসময় পাশাপাশি বসে চা খায়। পরিচিত কাউকে দেখলে দুই ভাই একসঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলে। তারা তাদের বাবার ভয়ে যেমন অস্থির থাকে, পরিচিতদের ভয়েও অস্থির থাকে।
সকাল আটটা। মল্লিক সাহেব মিসির আলির ঘরে বসে আছেন। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর। দ্রুত পা নাচাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে বিরাট ঝড় বয়ে গেছে কিংবা এখনো যাচ্ছে।

www.BDeBooks.Com

মল্লিক সাহেব মানুষটা ছোটখাটো। রাগে এবং উত্তেজনায় তিনি আরও ছোট হয়ে গেছেন। তাঁর শোবার ঘর থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডেল চুরি গেছে। তাঁর ধারণা টাকাটা দুই ছেলের কোনো একজন নিয়েছে। রাগ এবং উত্তেজনার প্রধান কারণ এইটাই।
মিসির আলি সাহেব।
জ্বি।
ব্যবস্থা করে দেন।
কী ব্যবস্থা করব?
আমি আমার এই দুই বদপুত্রকে শায়েস্তা করব। এই দুইজনকে ন্যাংটা করে বাড়ির সামনে যে সাইনবোর্ড আছে সেই সাইনবোর্ডের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখব। সকাল থেকে সন্ধ্যা তারা এই অবস্থায় থাকবে। এটা আমার ফাইনাল ডিসিশান।
মিসির আলি বললেন, চা খান। একটু চা দিতে বলি।
আজিজ মল্লিক বললেন, এই দুই বদকে শিক্ষা না দিয়ে আমি কিছু খাব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখনো নাশতা খাই নাই। এরা কত বড় বদ চিন্তা করেন—বাপের টাকা চুরি করে? কোনো আয় নাই, রোজগার নাই, দুই জনে গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে। বউ-বালবাচ্চা নিয়ে বাপের ঘরে খায়—আবার বাপের টাকা চুরি করে।
আপনি কি নিশ্চিত যে এরাই টাকা চুরি করেছে?
অবশ্যই। কাগজ কলম আনেন লিখে দেই।
চুরিটা কে করেছে? বড়জন না ছোটজন?
দুই ভাই একসঙ্গে মিলে করেছে। এরা যা করে একসঙ্গে করে। এখন শাস্তিও একসঙ্গে হবে। থাক ন্যাংটা হয়ে।
মিসির আলি বিনীতভাবে বললেন, ভাই সাহেব, এক কাপ চা আমার সঙ্গে খান। জুসু খুব ভালো রং চা বানায়।
আপনাকে তো একবার বললাম, দুই কুসন্তানকে শাস্তি না দিয়ে আমি কিছু খাব না। এক জিনিস বার বার কেন প্যাঁচাচ্ছেন?
সরি।
ইংরেজি এক কথা সবাই শিখেছে—'সরি'। সরি দিয়ে কী হয়? সরি বলে কিছু নাই। পাপ করবে পানিশমেন্ট হবে। সরি আবার কী?
মল্লিক সাহেব পুত্রদের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। তাদের কাউকে পাওয়া গেল না। এরা সকালবেলাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। দোতলা থেকে মেয়েদের কান্নার শব্দ আসতে লাগল। নিশ্চয়ই ছেলেদের দুই বউ কাঁদছে। জুসু এসে খবর দিল—মল্লিক সাহেব ছেলেদের বউদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন বলেই কান্নাকাটি শুরু হয়েছে।
দুপুরের মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। ছেলের বউরা কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেল। তাদের পেছনে পেছনে গেলেন মল্লিক সাহেবের স্ত্রী, (দ্বিতীয় জন, প্রথম জন মারা গেছেন।) তাঁর কাজের দুই মেয়ে। মল্লিক সাহেব উঠানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন, যারা গেছে তারা যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে তাদের এই উঠানে দশবার করে কান ধরে উঠবোস করতে হবে। কান ধরে উঠবোস তারপর বাড়িতে ঢোকার টিকিট। আমি এ মল্লিক। আমার কথাই এ বাড়িতে আইন।

দুই

রাত দশটা। জুসু ঘুমিয়ে পড়েছে। সদর দরজা লাগাতে ভুলে গেছে। দরজা খোলা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। 'বৃষ্টি কণিকা নিয়ে ঠান্ডা বাতাসের আগমন' এই বাক্যটা মিসির আলির মাথায় ঘুরছে। মাঝে মাঝে গানের কলি মাথায় ঢুকে যায়। সারাক্ষণ বাজতে থাকে। এই

www.BDeBooks.Com

বাক্যটাও সেরকম। মিসির আলি বাক্যটা মাথা থেকে দূর করতে চাচ্ছেন। এন্টিমেটারের জগত্ নিয়ে লেখা বইটা পড়বেন। মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। কোনো একটা বাক্য মাথার ভেতর ঘুরলে মাথা ঠান্ডা থাকে কিভাবে?
মিসির আলি সাহেব জেগে আছেন?
মল্লিক সাহেবের গলা। মিসির আলি বললেন, জেগে আছি।
আপনার দরজা খোলা। আমি ভাবলাম দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি আজিব আদমী। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব।
মল্লিক সাহেব! ভেতরে আসুন।
ভেতরে আসব না। আপনি দরজা বন্ধ করুন আমি চলে যাব। আপনার কাজের ছেলে জুসু কি জেগে আছে?
জ্বি না। কেন বলুন তো?
একা ভয় ভয় লাগছে। সে জেগে থাকলে তাকে নিয়ে যেতাম।
বলতে বলতে মল্লিক সাহেব ঘরে ঢুকলেন। মিসির আলির বিছানার পাশে রাখা কাঠের চেয়ারে বসলেন।
মিসির আলি বললেন, চা খাবেন? একটু চা করি।
চা খাওয়া যায়।
মিসির আলি বিছানা থেকে নামলেন। মল্লিক সাহেব বললেন, আপনি কেন যাচ্ছেন? জুসুকে পাঠান। বেচারা আরাম করে ঘুমাচ্ছে।
মুনিবের প্রয়োজন আগে, তারপর নফরের ঘুম। পাছায় লাথি দিয়ে এর ঘুম ভাঙান।
মিসির আলি কিছু না বলে রান্নাঘরে ঢুকলেন। একবার ভাবলেন বলেন, 'মুনিব-নফরের বিষয়টা ঠিক না। অল্পদিনের জন্যে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। এখানে আমরা সবাই নফর। মুনিব কেউ না। যদিও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর ধারণা, আমরা সবাই রাজা।'
মল্লিক সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চা ভালো বানিয়েছেন। বাংলাদেশ চায়ের দেশ এখানে কেউ চা বানাতে পারে না। সবাই বানায় পিশাব। দিনে আট-দশ কাপ পিশাব খাই।
আপনার নাতির খবর কী?
কোন নাতি? নাতি তো একটা না, এক হালি।
আমি তো জানতাম দুই ভাইয়ের দুই ছেলে।
ভুল জানতেন। এরা দুই ছেলে কোলে নিয়ে ঘুরে, মেয়ে দুইটা ঘরে থাকে। এখন বলেন কোনটার কথা জানতে চান?
যার নিউমোনিয়া হয়েছিল।
জানি না খবর কী? বাড়ি থেকে বের করে দিবার পর আর খোঁজ নেই নাই।
ওরা টেলিফোন করে নাই?
আমাকে কি টেলিফোন করার সাহস এদের আছে? আমার গলার শব্দ শুনলে 'পিশাব' করে দেয় এমন অবস্থা।
বলেন কী?
এইটা আমরা বংশপরম্পরায় পেয়েছি। আমার বাবার খড়মের শব্দ শুনলেও আমি দৌড়ায়ে পালাতাম। দুই একবার পেন্টে 'ইয়েও' করেছি।
মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে দুটা মনে হয় সেরকম হবে না। তারা সারাক্ষণই বাচ্চাদের কোলে নিয়ে থাকে।
এই দুই গাধার কথা তুলবেন না। এদের নাম শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায়।
মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে দুইটার নাম কি আপনার দেয়া?

www.BDeBooks.Com

আর কে দেবে? নাম ভালো দিয়েছি না? একজন ছক্কা আরেকজন বক্কা।
নাম দেয়া থেকেই বুঝা যায় আপনার ছেলে দু জনের জন্যে মমতা নাই।
মল্লিক তিক্ত গলায় বললেন, ওদেরও নাই। নাই-এ নাই-এ কাটাকাটি। আরেক কাপ চা খাব, যদি আপনার তকলিফ না হয়।
আমার তকলিফ হবে না। আপনি আরাম করে চা খাচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে।
মল্লিক বললেন, আপনার বসার ঘরের সোফায় আমি যদি শুয়ে থাকি তাহলে সমস্যা হবে?
মিসির আলি বললেন, কোনো সমস্যা হবে না। তবে ভাই আমার বসার ঘরে সোফা নাই।
সোফা আমি আনায়ে নিব।
মিসির আলি এখন বুঝতে পারছেন মল্লিক তাঁর এখানে থাকতে এসেছেন। 'সদর দরজা খোলা' এই সাবধান বাণী ঘরে ঢোকার অজুহাত।
মল্লিক সাহেবের তাঁর ঘরে রাত্রিযাপনের বিষয়টা মিসির আলির কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। একা ঘুমাতে ভয় পাচ্ছেন, তা ঠিক আছে। খালি বাড়িতে অনেকেই একা ঘুমাতে ভয় পায় কিন্তু মল্লিক সাহেবের বাড়ি খালি না। পরিবারের লোকজন চলে গেলেও অনেকেই এখনো আছে। বাড়ির দারোয়ান আছে, কাজের লোক আছে। দ্বিতীয় কাপ চা মল্লিক সাহেব আগের মতোই তৃপ্তি করে খাচ্ছেন। এর মধ্যে তাঁর লোকজন বসার ঘরে সোফা নিয়ে এসেছে। বালিশ চাদর এনেছে। মল্লিক সাহেব সব ব্যবস্থা করেই এসেছেন।
মিসির আলি বললেন, আপনি কি বিশেষ কোনো কারণে বাড়িতে একা থাকতে ভয় পাচ্ছেন?
মল্লিক হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।
কারণটা বলতে চাইলে বলতে পারেন।
বলতে চাই না।
তাহলে চা শেষ করে শুয়ে পড়ুন। আপনার সকাল সকাল ঘুমানোর অভ্যাস।
সবদিন সকাল সকাল ঘুমাই না। মাঝে মাঝে রাত জাগি। সারারাতই জেগে থাকি।
আজ কি সারারাত জাগবেন?
হুঁ। আপনি ঘুমায়ে পড়েন।
মিসির আলি বললেন, সময় কাটানোর জন্য আপনাকে বই দেব?
গল্প উপন্যাস আমি পড়ি না। বানানো কিচ্ছাকাহিনি। কথায় কথায় প্রেম। গল্প উপন্যাস পড়লে মনে হয় দেশে প্রেমের হাট বসে গেছে। স্কুলে প্রেম, কলেজে প্রেম, ইউনিভার্সিটিতে প্রেম, অফিসে প্রেম, আদালতে প্রেম। ফালতু বাত।
মিসির আলি বললেন, প্রেম ছাড়াও আমার কাছে বিজ্ঞানের কিছু সহজ বই আছে।
মল্লিক সাহেব বললেন, বিজ্ঞান তো আরো ফালতু। আমাকে বইপত্র কিছু দিতে হবে না। আপনি আপনার মতো ঘুমান। আপনাকে শুধু একটা কথা বলে রাখি, ছক্কা-বক্কা এই দুই মিলে আমাকে খুন করবে। যদি খুন হই পুলিশের কাছে এদের নামে মামলা দিবেন।
মিসির আলি বললেন, পুলিশ আমার কথায় তাদের আসামী করবে না।
টাকা খাওয়ালেই করবে। টাকা খাওয়াবেন। আমি চাই ছক্কা-বক্কা দুইটাই যেন ফাঁসিতে ঝুলে।
আপনি যেকোনো কারণেই হোক উত্তেজিত হয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়ুন। ভালো ঘুম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
এই দুই ভাই সাক্ষাত্ শয়তান। বুঝার উপায় নাই। নিজের মাকে মেরেছে। ধাক্কা দিয়ে কুয়াতে ফেলে মেরেছে। প্রথমে বুঝতে পারি নাই। মামলা মোকদ্দমা হয় নাই। কিভাবে হবে বলেন। দুই ভাই কেঁদে কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলেছিল। কিছুক্ষণ পর পর ফিট মারে। উপায়ন্তর না দেখে দুই জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম, তখনতো জানি না দুই ভাই মিলে এই কীর্তি করেছে।
যখন জানলেন তখন পুলিশের কাছে গেলেন না কেন?

www.BDeBooks.Com

ছয় বৎসর পর জেনেছি। ছয় বৎসর আগের ঘটনা পুলিশ মুখের কথায় বিশ্বাস করবে কেন? তারপরও বলেছি। রমনা থানার ওসি বাড়িতে এসেছেন। দুই ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দুই ভাই চিৎকার করে এমন কান্দা শুরু করল, বাড়িতে কাজ থেমে গেল। কানতে কানতে দুই জনই ফিট। ওসি সাহেব তখন তাদের উল্টা সান্ত্বনা দেয়। বলে কি, তোমাদের বাবার বয়স হয়েছে। বয়সের কারণে মাথায় উল্টাপাল্টা চিন্তা ঢুকে। তোমরা কিছু মনে নিও না। আমাকে তিনি যখন বললেন তখনো বিশ্বাস করি নাই। ছেলের হাতে বাবা সম্পত্তির কারণে খুন হন। মা কখনো না।
মিসির আলি বললেন, আপনি কিভাবে জানলেন ছেলেরা মাকে খুন করেছে?
তাদের মা আমাকে বলেছে।
ছয় বৎসর পরে বলেছে?
হ্যাঁ। আমার কথা মনে হয় এক ছটাকও বিশ্বাস করেন নাই।
মিসির আলি বললেন, শুরুতে আমি সবার কথাই বিশ্বাস করি। অবিশ্বাস পরের ব্যাপার।
মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি এখন চলে যাব। দরজা বন্ধ করে দেন, আমি নিজের বাড়িতে থাকব।
আমার এখানে থাকবেন না?
না।
জুসুকে কি তুলে দিব? আপনার সঙ্গে ঘুমাবে?
প্রয়োজন নাই। নবাবের বাচ্চা ঘুমাইতেছে ঘুমাক।
আপনি মনে হয় আমার ওপর রাগ করেই চলে যাচ্ছেন।
কিছুটা রাগ করেছি। এখন বিশ্বাস পরে অবিশ্বাস এটা কেমন কথা? আমার দুই পুত্র যে আমাকে নিয়ে নানান কথা ছড়ায় এটা নিশ্চয় জানেন।
জানি না।
আপনাকে কখনো কিছু বলে নাই?
জ্বি না। তাদের সঙ্গে আমার কখনো কথাবার্তা হয় না। এদের দূর থেকে দেখি।
এরা আমার বিষয়ে ছড়ায়েছে যে আমাকে না-কি দুটা করে দেখে।
মিসির আলি বললেন, দুটা মানে বুঝলাম না।
মল্লিক বললেন, দুই জন আমি আমার ঘরে বসে আছি এই রকম। সত্য কখনো কেউ বিশ্বাস করে না। অসত্য কথা, ভুল কথা, বানোয়াট কথা সবাই বিশ্বাস করে। এই দুই কুপুত্রের কারণে সবাই বিশ্বাস করে দুইজন মল্লিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।
ও আচ্ছা।
এত বড় একটা কথা বললাম, আপনি 'ও আচ্ছা' বলে ছেড়ে দিলেন? আপনি কি আমার দুই কুপুত্রের কথা বিশ্বাস করেছেন?
না।
মল্লিক সাহেব বললেন, সব কথাই আপনি প্রথমে বিশ্বাস করেন এই কথাটা কেন করলেন না?
মিসির আলি বললেন, বিশ্বাস করিনি কারণ আমি দুইজন মল্লিককে দেখছি না। তা ছাড়া আপনার দুই পুত্রের কেউ আমাকে এ ধরনের কথা বলেনি।
তারা যদি বলত, আপনি বিশ্বাস করতেন?
প্রথমে অবশ্যই বিশ্বাস করতাম। তারপর চিন্তা-বিশ্লেষণে যেতাম। এরিস্টটল একবার বললেন, মানুষের মস্তিষ্ক রক্ত পাম্প করার যন্ত্র। এক শ বছর মানুষ তাই বিশ্বাস করেছে। এক শ বছর পর অবিশ্বাস এসেছে।

www.BDeBooks.Com

এরিস্টটল লোকটা কে?
একজন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী।
মল্লিক সাহেব ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছাতা নিয়ে এসেছিলেন, যাবার সময় ছাতা ছাড়াই বৃষ্টিতে নেমে গেলেন।
মল্লিক সাহেবের আর কোনো খোঁজ-খবর পরের এক মাসেও পাওয়া গেল না। জলজ্যান্ত একজন মানুষ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল।
ছক্কা-বক্কা দুই ভাই পরিবার নিয়ে ফাঁকা বাড়িতে ফিরে এল। আবার তাদের দু জনকে ছেলে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেল। বাবার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এতে তাদের দুঃখিত বা চিন্তিত মনে হলো না। মল্লিক পরিবারের সব কর্মকাণ্ড আগের মতোই চলতে লাগল। বক্কার ছোট ছেলের আকিকার অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হলো। আকিকা হলো। জুসুকে আকিকার মাংস দেয়া হলো।
তিন
মল্লিক সাহেবের দুই পুত্র মিসির আলির সামনে বসে আছে। তাদের বসার ভঙ্গি আড়ষ্ট, দৃষ্টি এলোমেলো। তবে এলোমেলো দৃষ্টিতেও শৃঙ্খলা আছে। এক ভাই ছাদের দিকে তাকালে, অন্য ভাইও ছাদ দেখে। ছাদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একজন যদি জানালা দিয়ে তাকায় অন্যজনও জানালার দিকে তাকায়। কে কাকে অনুসরণ করছে? মিসির আলির কাছে স্পষ্ট না। কেউ কাউকে অনুসরণ করছে এ রকমও মনে হচ্ছে না। সম্ভবত যা করছে একসঙ্গে করছে।
দুই ভাইয়ের চেহারায় কোনো মিল নেই। বড় ভাই (শফিকুল গনি ছক্কা) শ্যামলা, মোটাসোটা, বেঁটে। ছোট ভাই (আবদুল গনি বক্কা) ফর্সা, রোগা পাতলা এবং লম্বা। দু জনেরই গোঁফ আছে। লুঙ্গির ওপর হাফ হাতা সার্ট। একই রঙের লুঙ্গি (সবুজ) একই রঙের সার্ট (কমলা)। মিসির আলি মনে করার চেষ্টা করলেন এরা আগেও মিল করে সার্ট পরত কি-না। তাদের জুতাও একই রকম—কালো রাবারের জুতা।
শফিকুল গনি বলল, চাচা ভালো আছেন?
মিসির আলি বললেন, ভালো আছি।
আবদুল গনি বলল, একটা কাগজ আপনাকে দেখাতে এনেছি। আপনার পরামর্শ দরকার।
মিসির আলি বললেন, কাগজ দেখাও।
দুই ভাই চুপ করে বসে রইল। কোনো কাগজ বের করল না। দু জনই ডান পা নাচাচ্ছে এবং অতি দ্রুত নাচাচ্ছে। মিসির আলি এর আগে কাউকে এত দ্রুত পা নাচাতে দেখেননি।
শফিকুল গনি বলল, একটা হ্যান্ডবিল ছাপাব, লেখা ঠিক আছে কি-না যদি দেখে দেন।
মিসির আলি বললেন, দেখে দিব। কাগজটা দাও।
এবারো কাগজ বের হলো না। দুই ভাই আগের নিয়মে পা নাচাচ্ছে, তবে এবার নাচাচ্ছে বাঁ পা। মিসির আলি কাগজের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবছেন এই দুই ভাই মানসিক প্রতিবন্ধি কি-না। সম্ভাবনা প্রবল। কাগজটা দেখে দিন বলার পরও তারা কাগজ বের করছে না—এটা মানসিক ক্ষমতার অভাবই বুঝায়।
তোমরা চা খাবে?
দু জন একই সঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়ল।

www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

তোমাদের বাবার কোনো খোঁজ কি পাওয়া গেছে?
দু জন আবারও একই সঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়ল।
কাগজের কথা বলছিলে কাগজটা কি আসলেই দেখাবে?
দু জন একই সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল, তবে কাগজ বের করল না।
জুসু ট্রে নিয়ে ঢুকেছে। ট্রেতে তিন কাপ চা। দুই ভাই আগে চা খাবে না বলেছে এখন দু জন একই সঙ্গে অতি দ্রুত চায়ের কাপ নিল এবং অতি দ্রুত চা শেষ করল। প্রায় সরবত খাবার মতোই বড় বড় চুমুক দিল। মিসির আলি এই দুই ভাইয়ের মতো এত দ্রুত গরম চা কাউকে খেতে দেখেননি।
শেষ পর্যন্ত ছোট ভাই আবদুল গনি বক্কার সার্টের পকেট থেকে কাগজ বেব হলো। পরিষ্কার ঝক ঝকে হাতের লেখা। মানসিক প্রতিবন্ধিদের হাতের লেখা সুন্দর হয়। মিসির আলি বিজ্ঞাপনটা দু বার পড়লেন।

সন্ধান চাই

আমাদের পিতাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ সন্ধান দিলে তাকে কুড়ি হাজার টাকা নগদ পুরষ্কার দেওয়া হইবে। কোনো পুলিশ ভাই যদি সন্ধান দেন তিনিও পুরষ্কারের দাবিদার হবেন। যদি কয়েকজন একত্রে সন্ধান দেন তবে পুরষ্কারের টাকা সমভাবে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এই নিয়ে কোনো বিবাদ বিসংবাদ করা যাইবে না। বিবাদ উপস্থিত হইলে আমাদের দুই ভাইয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

ইতি
শফিকুল গনি ছক্কা (বড় ভাই)
আবদুল গনি বক্কা (ছোট ভাই)

মিসির আলি বললেন, হ্যান্ডবিলে কি তোমাদের বাবার ছবি যাবে?
জ্বি না, ছবি পাওয়া যায় নাই।
ছবি না পেলে তাঁর একটা বর্ণনা দিতে হবে। তা না হলে মানুষ বুঝবে কিভাবে এ মল্লিক দেখতে কেমন।
তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম আছে, কিন্তু ঠিকানা কোথায়?
শফিকুল গনি বলল, ঠিকানা ইচ্ছা করে দেই নাই। ঠিকানা দিলে বাজে লোক ঝামেলা করবে। বলবে, এই জায়গায় দেখেছি। ওই জায়গায় দেখেছি।
মিসির আলি বললেন, ঠিকানা ছাড়া তোমাদের সন্ধান দিবে কিভাবে?
আবদুল গনি বলল, সন্ধান না দিলেও অসুবিধা হবে না।

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি বললেন, আমি তোমাদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাদের কাছে যদি মনে হয় বিজ্ঞাপন ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে।
দুই ভাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তাদের আনন্দিত মনে হচ্ছে।
মিসির আলি বললেন, যে সোফাটায় তোমরা এতক্ষণ বসে ছিলে সেটা তোমাদের। কাউকে পাঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা কর।
শফিকুল গনি বলল, চাচাজি। এটা আপনার কাছে রেখে দিন। এটা আমার বাবার একটা স্মৃতি।
মিসির আলি বললেন, স্মৃতি বলছ কেন? তোমরা কি নিশ্চিত তিনি মারা গেছেন?
দুই ভাই একসঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।
মৃত যদি তোমরা জান তাহলে সন্ধান চেয়ে হ্যান্ডবিল ছাপাচ্ছ কেন?
শফিকুল গনি বলল, কেউ যেন না ভাবে আমরা সন্ধান করি নাই। চাচাজি যাই।
তোমরা হ্যান্ডবিলে ঠিকানা দাও নাই এটা লোকজনের চোখে পড়বে না?
আবদুল গনি বলল, এটা নিয়ে কেউ কিছু মনে নিবে না। সবাই জানে আমরা বোকা।
মিসির আলি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তিনি ব্যক্তিগত কথামালার খাতা খুললেন। ছক্কা-বক্কা দুই ভাই শিরোনামে কিছুক্ষণ লিখলেন। তাঁর লেখা—

ছক্কা বক্কা দুই ভাই।

বাবা-মায়ের উদ্ভট মানসিকতার কারণে অনেক সন্তানদের উদ্ভট ডাক নাম নিয়ে সমাজে বাস করতে হয়। আমার জানা মতে কিছু উদ্ভট ডাক নাম—
নাট-বল্টু (দুই যমজ ভাই। বাবা বুয়েট থেকে পাস করা আর্কিটেক্ট)
ডেঙ্গু (এক ডাক্তার বাবার পুত্রের নাম)
অংক, মানসংক (বাবা স্কুলের অংক শিক্ষক। অংক ছেলের নাম, মানসংক মেয়ের নাম)
মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। ছক্কা বক্কা সম্পর্কে বেশি কিছু তিনি জানেন না।
জুসুর কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য, তবে এই তথ্য ঘোলাটে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ছক্কা-বক্কা এই দুই ভাইয়ের বুদ্ধি কেমন?
জুসু বলল, দুই ভাই যখন একত্রে থাকে তখন বুদ্ধি নাই। আলাদা যখন থাকে তখন বেজায় বুদ্ধি।
আলাদা কখনো থাকে? দুপুরে দুই ভাই দেখি কলপাড়ে একসঙ্গে গোসল করে।
জুসু বলল, মাঝেমধ্যে আলাদা হয়। ধরেন, বড় ভাইরে তার পরিবার ডাক দিল। সে চইলা গেল। তখন ছোট ভাই একলা।
মিসির আলি বললেন, এরা না-কি তাদের বাবাকে দুটা করে দেখে। এমন কিছু শুনেছিস?
শুনেছি। শুধু এই দুইজনই না। তাদের পরিবারও দেখেছে। ছোট ভাইয়ের বউ একবার দুই শ্বশুর দেইখা ফিট পড়েছে। খাটের কোনায় লাইগা মাথা ফাটছে। হাসপাতালে নিতে হইছে। তয় এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন

www.BDeBooks.Com

আর ফিট পড়ে না।
একই মানুষকে দু জন দেখা বিষয়টাকে মিসির আলি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অপটিক্যাল হেলুসিনেশন। দৃষ্টি বিভ্রম। এই দুই ভাই তাদের দৃষ্টি বিভ্রম স্ত্রীদের কাছেও ছড়িয়ে দিয়েছে। সাইকোলজির পরিভাষায় এর নাম Induced hallocination.
দৃষ্টি বিভ্রমের বড় স্বীকার স্কিজোফ্রেনিক রোগীরা। তাদের ব্রেইন কাল্পনিক ছবি তৈরি করে। রোগীরা সেই ইমেজ সত্যি মনে করে। তারা যে বাস্তবতায় বাস করে তার নাম Distorted Reality.
স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের ধর্মকর্মে প্রবল আসক্তি থাকে। এই দুই ভাইয়ের তা আছে। সারাদিন এরা নামাজ পড়ে না। সন্ধ্যার পর বারান্দায় জায়নামাজ বিছিয়ে বসে। অনেক রাত পর্যন্ত নামাজ পড়ে। জিগির করে।
মিসির আলি জুসুকে জিজ্ঞাস করলেন, এই দুই ভাই মানুষ কেমন?
জুসু বলল, অত্যাধিক ভালো। সবার সাথে তাদের মধুর ব্যবহার। একটা ঘটনা বললে বুঝবেন। এই দুই ভাই গলির সামনের স্টলে চা খাইতেছে এমন সময় আমি সামনে দিয়া যাই। বড়ভাই আমারে হাত উচায়ে ডাকল। মধুর গলায় বলল, জুসু! আমরার সাথে এক কাপ চা খাও। যদি না খাও মনে কষ্ট পাব। এই ঘটনা শুধু যে আমার জীবনে ঘটেছে তা-না। অচেনা অজানা মানুষের সাথেও ঘটেছে। অনেক ফকির মিসকিনও দুই ভাইয়ের সঙ্গে চা খেয়েছে।
এই বিষয়টা স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে কখনো ঘটে না। তারা কারো সঙ্গে মেশে না। আলাদা থাকে। তাদের বাস্তবতা আলাদা বলেই সাধারণ বাস্তবতার মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারে না।

সন্ধান চাই হ্যান্ডবিল ছাপা হয়েছে। হ্যান্ডবিলে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। এ মল্লিক কাচ্চি হাউসের ঠিকানা। হ্যান্ডবিল ফার্মগেটে বিলি হচ্ছে। কাচ্চি হাউসের কাস্টমারদেরও দেওয়া হচ্ছে।
ছাপা হ্যান্ডবিল নিয়ে দুই ভাই মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সেই আগের মতো অবস্থা। দু জনের গায়েই এক রকম কাপড়। প্রথম দিনের মতোই দু জন পা নাচাচ্ছে। সেই পা নাচানো অসম্ভব 'সিনক্রনাইজড'। যেন একে অন্যের সঙ্গে অদৃশ্য ভাবে যুক্ত। বড় জনের ডান পা যখন নাচছে তখন ছোট জনের ডান পা-ই নাচছে। সামান্য এদিক ওদিকও হচ্ছে না।
ছক্কা বলল, চাচাজি ভালো আছেন?
মিসির আলি বললেন, ভালো আছি।
বক্কা বলল, বাবার কুলখানির তারিখ ফেলেছি। আগামী বিষ্যুদবার বাদ মাগরেব। মিলাদ হবে, দোয়া হবে, এশার নামাজের পর বড়খানা।
ছক্কা বলল, বড়খানায় থাকবে মুরগির রোস্ট, কাচ্চি বিরিয়ানি আর বোরহানি।
মিসির আলি বললেন, মৃত্যু নিশ্চিত না করেই কি কুলখানি করা যায়?
বক্কা বলল, যায়। আমরা মুনশি-মৌলবির সঙ্গে কথা বলেছি। কেউ ইচ্ছা করলে নিজের কুলখানির খানা

www.BDeBooks.Com

খেতেও পারে।
ছক্কা বলল, চাচাজি আপনি কি কুলখানিতে আসবেন?
মিসির আলি বললেন, না।
বক্কা বলল, সমস্যা নাই। টিফিন কেরিয়ারে করে আপনার আর জুসুর খানা পাঠায়ে দিব।
মিসির আলি কিছু বললেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে দুই ভাইকে লক্ষ করছেন। তাদের অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করার চেষ্টা। ভিডিও ক্যামেরায় ভিডিও করে রাখতে পারলে সুবিধা হতো। ভিডিও ক্যামেরা ছাড়াই মিসির আলি একটি বিষয় লক্ষ করলেন। এক ভাই যখন কথা বলে তখন অন্য ভাই ঠোঁট নাড়ে। যে কথা বলে তার দিকে দৃষ্টি থাকে বলে, অন্যজনের ঠোঁট নাড়া চোখে পড়ে না।
চার

বিষ্যুদবার। কুলখানি উপলক্ষে আসরের নামাজের পর থেকে বিপুল আয়োজন চলছে। মাদ্রাসার দশজন তালিবুল এলেম কোরান খতম দিচ্ছে। তালেবুল এলেমদের আরেকটি দল তেঁতুলের বিচি নিয়ে বসেছে। তারা খতমে জালালি নিয়ে ব্যস্ত।
এশার নামাজের পর বড়খানা শুরু হলো। জুসু বিশাল টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে খাবার নিয়ে চলে এসেছে। তার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল। সে শুধু খাবার নিয়ে আসেনি, খেয়েও এসেছে।
ঝড় বৃষ্টির কারণে কুলখানির অনুষ্ঠান সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো। রাত বারোটা পর্যন্ত জিকিরের ব্যবস্থা ছিল। এগারোটার মধ্যেই তালেবুল এলেমরা চলে গেল। মুনশি-মৌলবিরা খাওয়া দাওয়ার পরে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন।
মিসির আলি শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা তাঁর পছন্দের একটি বিষয়। দরজা ধাক্কানোর শব্দে তিনি জাগলেন। দরজা খুলে দেখেন রেইন কোট পরা মল্লিক সাহেব। মল্লিক সাহেব আহত গলায় বললেন, আমার দুই হারামজাদার কাণ্ড দেখেছেন! বাপ জীবিত, তার কুলখানি করে বসে আছে।
মিসির আলি বললেন, ভিতরে আসুন।
মল্লিক ঘরে ঢুকলেন। মিসির আলি বললেন, আপনি বাড়িতে গিয়েছিলেন, না-কি সরাসরি আমার এখানে এসেছেন?
বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে আমার দুই পুত্র দুই দিকে দৌড় দিয়ে পালায়া গেছে।
আপনি ছিলেন কোথায়?
বিষয়সম্পত্তির দেখভালের জন্যে গিয়েছিলাম।
ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি?
বড়টার সাথে একবার মোবাইলে কথা হয়েছে। তারপরেও দুই কুলাঙ্গার কুলখানি করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই

www.BDeBooks.Com

কোনো মতলব আছে।
কী মতলব থাকবে?
আমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছে। সকালেই আমার মৃত্যু সংবাদ শুনবেন। কিভাবে মারবে তাও জানি। ধাক্কা দিয়ে কুয়াতে ফেলে দিবে।
মিসির আলি বললেন, আপনার কুয়ার মুখতো বন্ধ। ফেলবে কিভাবে?
মল্লিক বললেন, এইটাই ঘটনা। ঘরে পা দিয়ে প্রথমেই গেলাম কুয়ার কাছে। মনে সন্দেহ, এই জন্যে গিয়েছি। গিয়ে দেখি কুয়ার মুখ খোলা। এরা কারিগর ডেকে খুলেছে।
মিসির আলি বললেন, বসুন চা খান।
মল্লিক বললেন, চা খাব না। ক্লান্ত হয়ে এসেছি, স্নান করব তারপর নিজের কুলখানির খানা খাব।
মিসির আলি বললেন, খাওয়া দাওয়ার পর যদি মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলবেন তাহলে চলে আসবেন। আমি জেগে থাকব।
আপনার জেগে থাকতে হবে না। আপনি ঘুমান। বটি হাতে নিয়ে আমি জেগে থাকব। দুই জনকে বটি দিয়ে কেটে চার টুকরা করব। কুয়ার ভেতর ফেলে কুয়া আটকে দিব। যেমন রোগ তেমন চিকিৎসা।
মিসির আলি বললেন, আপনি উত্তেজিত। উত্তেজনা কোনো কাজের জিনিস না। উত্তেজনা কমান। বসুন, গা থেকে রেইন কোট খুলুন। চা বানাচ্ছি, চা খান।
মল্লিক সাহেব গা থেকে রেইন কোট খুললেন। হতাশ মুখে সোফায় বসলেন, নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন, কেউ কোনোদিন শুনেছে ছেলে বাপ বেঁচে থাকতেই বাপের কুলখানি করে ফেলে? শুনেছে কেউ? বাপের জন্মে এই ঘটনা কখনো ঘটেছে?
চায়ে চুমুক দিয়ে মল্লিক সাহেব কিছুটা শান্ত হলেন।
মিসির আলি বললেন, আপনাকে মাঝে মাঝে ধূমপান করতে দেখি। উত্তেজনা প্রশমনে নিকোটিনের কিছু ভূমিকা আছে। একটা সিগারেট কি ধরাবেন?
বৃষ্টিতে সিগারেটের প্যাকেট ভিজে গেছে।
মিসির আলি তাঁর প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। মল্লিক সিগারেট ধরিয়ে আরো খানিকটা শান্ত হলেন। মিসির আলি বললেন, কখন থেকে আপনার দুই ছেলে আপনার কাছে অসহ্য হয়েছে?
মল্লিক বললেন, যখন বড়টার বয়স পাঁচ আর ছোটটার তিন।
তারা করত কী?
আমার সামনে যখন দাঁড়িয়ে থাকত তখন আমার দিকে তাকাত না। দুই জনেই আমার দুই ফুট দূরে, আমার ডান দিকে তাকায়ে থাকত। আমি কোনো প্রশ্ন করলে সেই দিকে তাকিয়েই উত্তর দিত।
এই কাজ কেন করত জিজ্ঞস করেন নাই?
করেছি, এক বার না অনেক বার করেছি।

www.BDeBooks.Com

তাদের জবাব কী?
তারা না-কি দুই জন বাবা দেখে। একটা বাবা খারাপ, একটা ভালো। তারা তাকিয়ে থাকে ভালো বাবার দিকে।
আপনি তাহলে তাদের কাছে খারাপ বাবা।
হুঁ। যতবার দুই ভাই এই রকম কথা বলেছে ততবার এদের শক্ত মাইর দিয়েছি। একবারতো বড়টার গলা চিপে ধরলাম। গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি ভাবলাম, মরে গেছে। কিছুক্ষণ পর উঠে বসে চিঁ চিঁ করে বলে, 'বাবা পানি খাব'।
আপনার দিকে তাকিয়ে কি বলেছে?
না, ওই যে বললাম, দুই ফুট দূরে তাকায়। আমার ডানে।
এরা দু জন দেখি সবসময় একই রকম কাপড় পরে। এটা কখন থেকে শুরু হলো?
জানি না। খেয়াল করি নাই। তারা দু জন যে শুধু একই রকম কাপড় পরে তা-না, তাদের বউ দুইটারও একই চেহারা। যমজ বোন। একটার নাম পারুল আরেকটার নাম চম্পা। বুঝার উপায় নাই, কোনটা কে। আমি কোনোদিনই বুঝি না। আমার ধারণা, আমার দুই বদ পোলাও জানে না কোনটা কে?
পুত্রবধূদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?
খারাপ।
কতটা খারাপ?
পারুলকে আমি ডাকি বড় কুত্তি, চম্পাকে ডাকি ছোট কুত্তি। এখন বুঝে নেন সম্পর্ক কত খারাপ।
মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন, মিসির আলিকে কোনো কিছু না বলেই হঠাত্ করে বের হয়ে গেলেন। ঘুমুতে যাবার আগে ব্যক্তিগত কথামালার খাতা খুলে কিছুক্ষণ লিখলেন—
'ছক্কা-বক্কা এবং তাদের বাবার ব্যাপারে আমি কিঞ্চিত্ আগ্রহ বোধ করছি। তাদের পুরো কর্মকাণ্ডে এক ধরনের অসুস্থতা আছে। ছেলে দুটি মানসিক রোগগ্রস্ত না-কি তাদের বাবা?
দুটি ছেলেই বাবাকে অসম্ভব ভয় পায়। সেটাই স্বাভাবিক। যে বাবা শাস্তি হিসেবে গলা চেপে ধরে অজ্ঞান করে ফেলেন তাকে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।
এমন কি হতে পারে, বাবাকে অসম্ভব ভয় পায় বলেই এরা অন্য এক বাবাকে কল্পনা করেছে, যে বাবা ভালো, স্নেহময়। কল্পনার সেই বাবা, খারাপ বাবার ডানদিকে দুই ফুট দূরত্বে থাকেন। মস্তিষ্ক চাপ সহ্য করতে পারে না। চাপ মুক্তির পথ খোঁজে। একটি ভালো বাবা কল্পনা করে নেয়া চাপ মুক্তির পথ।
দুটি ছেলেই অন্তর্মুখী। এদের পক্ষে দুই যমজ বোনের প্রেমে পড়ে নিজেদের ইচ্ছেয় বিয়ে করা অসম্ভব। আমি নিশ্চিত মল্লিক সাহেব দুই ছেলের বিয়ের জন্যে যমজ বোন খুঁজে বের করেছেন। তাঁর আগ্রহেই বিয়ে হয়েছে।
দুই ভাই একই পোশাক পরে। বিষয়টা তারা করেছে, না তাদের বাবা ঠিক করে দিয়েছে?
একই চেহারার দুই স্ত্রী যিনি ঠিক করে দিয়েছেন তিনিই একই পোশাকের ব্যাপারটা করবেন। সাধারণ লজিক তাই বলে।

www.BDeBooks.Com

আরো রহস্য আছে ছক্কা-বক্কা দু জনেরই একটি করে ছেলে (যদিও মল্লিক বলেন তাদের চারটি সন্তান)। তাদের বয়স কাছাকাছি। দুই থেকে তিন বছর। বেশির ভাগ সময় তারা বাবার কোলে থাকে। দুই বাবাই সন্তান কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লান্তিহীন হাঁটাহাটি করেন। ছক্কার ছেলেই যে ছক্কার কোলে থাকে তা-না, কখনো সে থাকে বক্কার কোলে। কে কার কোলে থাকবে তা নিয়ে ধরাবাঁধা কোনো ব্যাপার নেই। রহস্য হচ্ছে যখন যে শিশু যার কোলে থাকবে তাকেই বাবা ডাকবে।'

দুর্বোধ্য রহস্যের মুখোমুখি হলে বেশিরভাগ মানুষ এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিয়ে শেক্সপিয়ার আওড়ায়। দার্শনিক ভাব ধরে বলে—There are many things in heaven and earth...

মিসির আলি হাল ছেড়ে দেবার মানুষ না। তিনি রহস্যের ভেতর ঢুকতে চাচ্ছেন। দুই ভাইয়ের কাছ থেকে কয়েকটা জিনিস জানা তাঁর খুবই প্রয়োজন। দুই ভাইকে তিনি পাচ্ছেন না। তারা সারাদিন নানান জায়গায় ঘুরে, গভীর রাতে বাবার কাচ্চি হাউসে ঘুমিয়ে থাকে।

মিসির আলি কয়েকবার তাদের খোঁজে জুসুকে পাঠিয়েছেন। জুসু তাদের পায়নি।

দুই ভাই বিষয়ে মল্লিক এক রাতে তথ্য দিলেন। মিসির আলিকে আনন্দের সঙ্গে জানালেন, ওরা হাজতে।

মিসির আলি বললেন, হাজতে কেন? কী করেছে?

নতুন কিছু করে নাই। পুরানো পাপে হাজত বাস করছে। রমনা থানার ওসি সাহেবকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলেছি দু জনকে ধরে নিয়ে যেন ভালোমতো ডলা দেয়া হয়। তিন দিন হাজত বাস করে ফিরবে। শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। এ রকম শিক্ষা সফর আগেও একবার করেছে।

আপনি ব্যবস্থা করেছেন?

হ্যাঁ, ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। প্রায়ই ওনাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস উপহার হিসাবে পাঠাই, একবার পাঠিয়েছিলাম এক কলসি রাবরি। রাবরি চেনেন?

চিনি।

আরেকবার পাঠিয়েছিলাম এক শ একটা ডাব। ডাব পাঠানোর পর উনার সঙ্গে আমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক হয়ে গেছে। মাই ডিয়ার লোক। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। পুলিশের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো। কখন কোন কাজে লাগে। চা খাব, আপনার কাজের ছেলেটাকে সুন্দর করে এক কাপ চা বানাতে বলেন। বাসায় ঝামেলা, চা বানানোর অবস্থায় কেউ নাই বিধায় আপনার এখানে চা খেতে এসেছি।

মিসির আলি বললেন, কী ঝামেলা?

ছক্কার ছেলেটা মারা গেছে। নিউমোনিয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা বুঝে না বুঝে এন্টিবায়োটিক দিয়েছে।

এন্টিবায়োটিক বিষ ছাড়া কিছু না।

মল্লিক সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি বললেন, আপনার নাতি মারা গেছে আর আপনি স্বাভাবিকভাবে গল্পগুজব করছেন?

মল্লিক বললেন, মৃত্যু হলো কপালের লিখন। দুঃখ করে লাভ কী? যত স্বাভাবিক থাকা যায় ততই ভালো।

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি বললেন, ছক্কা কি তার ছেলের মৃত্যু সংবাদ জানে?
মল্লিক বললেন, না। পুলিশের ডলা খেয়ে বাড়ি ফিরে জানবে। ডাবল একশান হবে।
জুসু চা বানিয়ে এনেছে। মল্লিক তৃপ্তি করেই চা খাচ্ছেন। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন মানুষটার দিকে।

পাঁচ

মিসির আলি খাতা খুলে বসেছেন। আজকের দিন শুরু করবেন ব্যক্তিগত কথামালায় এক পাতা লিখে। তাঁর সামনে চায়ের কাপ, পিরিচে টোস্ট বিস্কিট। সকালের প্রথম চা। জুসু পরোটা-ভাজি আনতে গেছে। সে নিজে ভালো পরোটা বানায়, তবে নিজের বানানো পরোটা সে খেতে পারে না। তার পরোটা-ভাজি সে দোকান থেকে কিনে আনে। দুপুরে প্রায়ই সে মল্লিক সাহেবের কাচ্চি হাউস থেকে খেয়ে আসে। কাচ্চি হাউসের লোকজন তাকে চেনে। জুসুকে টাকা দিতে হয় না।
মিসির আলি লিখছেন—
"নাতিদের প্রসঙ্গে মল্লিক সাহেব দু বার আমাকে বলেছেন, তাঁর এক হালি নাতি। দুই নাতি এবং দুই নাতনি।
আমি তাঁর দুই নাতির কথাই জানি। জুসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেও দুই জনের কথাই বলছে।
মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে যেমন তাদের দুই বাবাকে দেখে, মল্লিক সাহেবও কি একইভাবে দুই নাতনির জায়গায় চার নাতনি দেখেন? বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তবে তাড়াহুড়ার কিছু নেই। হাতে সময় আছে।
মল্লিক সাহেবের বাড়ির অবস্থা শান্ত। 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' টাইপ শান্ত। একটি শিশু মারা গেছে তার প্রভাব কারোর ওপরেই মনে হয় পড়েনি। ছক্কা বক্কা ছেলে কোলে নিয়ে আগের মতোই হাঁটাহাঁটি করছে। আগে দু জনের কোলে দুটি ছেলে থাকত। এখন একজন ভাগাভাগি করে দু জনের কোলে থাকছে।
সুরমা হোমিও হাসপাতালে মল্লিক সাহেব নিয়মিত বসা শুরু করেছেন। সুরমা তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম।
এই স্ত্রীকে মনে হয় মল্লিক সাহেব খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর বেবিটেক্সির প্রতিটির পেছনে লেখা, 'সুরমা পরিবহন'।
মল্লিক সাহেবের প্রথম স্ত্রী সম্পর্কে কোনো তথ্য এখনো আমার হাতে নেই। মহিলা রূপবতী ছিলেন, সবসময় বোরকা পরে থাকতেন। ঘরের মধ্যেও বোরকাটার হুড খুলতেন না।
এই বাড়ির সবকিছুই জট পাকিয়ে আব্ধা গিট্টু হয়ে আছে। এই জাতীয় আব্ধা গিট্টুর সুবিধা হচ্ছে কোনোরকমে একটা গিট্টু খুলে ফেললে বাকিগুলি একের পর এক আপনাতেই খুলতে থাকে। আমাকে অবশ্যি গিট্টু খোলার দায়িত্ব কেউ দেয়নি। কর্মহীন মানুষ কর্ম খুঁজে বেড়ায়। আমার মনে হয় এই দশাই চলছে।"
মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। ঠান্ডা সরপড়া চায়ে চুমুক দিলেন তাঁর মুখ সামান্য বিকৃতও হলো না।

www.BDeBooks.Com

নিজের মনেই ভাবলেন এক ধরনের নির্বিকারত্ব সবার মধ্যেই আছে। তিনি যেমন চায়ের ঠান্ডা গরম বিষয়ে নির্বিকার, মল্লিকের দুই পুত্রও আশে পাশে কী ঘটছে সেই বিষয়ে নির্বিকার। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের শিশুপুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। অবশ্য এই শিশুটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে তা-না। মল্লিক সাহেব তার চিকিৎসা করেছেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছেন। এন্টিবায়োটিক খেতে দেননি। কারণ এন্টিবায়োটিক শিশুদের জন্য বিষ।
সিগারেট হাতে বারান্দায় এসে মিসির আলি অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন। মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কানে ধরে উঠবোস করছে। কতবার উঠবোস করা হচ্ছে তারা সেই হিসাবও রাখছে। শব্দ করে বলছে ৪১, ৪২, ৪৩...
ছক্কা বক্কা দুই ভাইয়ের একটির শিশুপুত্র দু জনের মাঝখানে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। তার হাতে কাঠি লজেন্স। সে লজেন্স চুষছে।
এ ধরনের দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না। মিসির আলি ঘরে ঢুকে 'The others side of Black hole' বই খুললেন। বিজ্ঞান যে পর্যায়ে চলে গেছে এখন যেকোনো গাঁজাখুড়ি গল্পও বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেয়া যায়। ব্ল্যাকহোলের বইটিতেও লেখক এই জিনিস করেছেন। কঠিন বিজ্ঞানের লেবাসে কল্পগল্প।
চাচাজি আসব?
মিসির আলি চমকে তাকালেন। দুই ভাই মুখ কাঁচুমাচু করে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে বাচ্চাটি নেই। মিসির আলি বই বন্ধ করে বললেন, এসো।
দুই ভাই ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।
চাচাজি! আপনার ঘরে একটু বসি?
বসো। কোনো সমস্যা নেই। চা খাবে?
জ্বি না।
সকালের নাশতা করেছ?
জ্বি। বিরিয়ানি খেয়েছি।
কথা বলছে বড় ভাই। ছোট ভাই ঠোঁট নাড়াচ্ছে। এইবার ছোট ভাই কথা শুরু করল বড় জন চুপ।
বাবা এক শ বার কানে ধরে উঠবোস করতে বলেছিলেন, আমরা এক শ দশ বার করেছি। দশটা ফ্রি করে দিয়েছি। ভালো করেছি না চাচাজি?
অবশ্যই ভালো করেছ। শাস্তিটা হয়েছে কী জন্য? অপরাধ কী করেছিলে?
উনার দিকে তাকিয়ে হেসেছি।
হেসে ফেলার জন্য শাস্তি?
খারাপ হাসি হেসেছি চাচাজি।
হাসির ভালো-খারাপ আছে?

www.BDeBooks.Com

জি আছে।
মিসির আলি বললেন, আমার দিকে তাকিয়ে একটা খারাপ হাসি দাওতো। দেখি ব্যাপারটা কী?
দুই ভাই চুপ করে আছে। মনে হয় তাদের পক্ষে খারাপ হাসি দেয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না।
ছোট ভাই বলল, চাচাজি! আপনি কি অন্য ঘরে যাবেন? আমরা এখন বেয়াদবি করব।
কী বেয়াদবি করবে?
সিগারেট খাবো।
আমার সামনে খাও। অসুবিধা নেই।
চাচাজি এটা সম্ভব না।
মিসির আলি শোবার ঘরে ঢুকলেন। দুই মিনিটের মাথায় জিপ ভর্তি করে পুলিশের গাড়ি চলে এল।
পুলিশের কাছে দুই ভাই স্বীকার করল তারা ধাক্কা দিয়ে তাদের বাবাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছে।
দমকল বাহিনীর লোক এসে গহিন কুয়া থেকে অনেক ঝামেলা করে মল্লিক সাহেবের ডেডবডি উদ্ধার করল।

মিসির আলির গল্প জট পাকিয়ে গেছে। চটকরে জট খোলা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আগামী দিনে ইত্তেফাকের সাহিত্য পাতায় জট খোলা হবে। পাঠকদের মিসির আলির গল্প থেকে ঈদের শুভেচ্ছা।—হুমায়ূন আহমেদ

For More
Visit
BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com